

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো মজলিস খোদামুল আহমদীয়া মরিশাস



“তরুণ-যুবকদেরকে প্রার্থনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে দিন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায— সালাত— প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।”— হযরত মির্যা মসরুর আহমদ

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মজলিস খোদামুল আহমদীয়া (আহমদীয়া যুব-সংগঠন, ১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) মরিশাস-এর ন্যাশনাল মজলিস-এ আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) এবং স্থানীয় কয়েদদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)।

হযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলা সদস্যগণ রোজ হিলে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মরিশাসের জাতীয় সদর দপ্তর দারুস সালাম মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

সভা চলাকালীন খোদাম প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যক্রমের রিপোর্ট এবং প্রস্তাবিত ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহ উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

হযূর আকদাস মোহতামীম তরবীয়ত (তরুণ-যুবকদের নৈতিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি)-এর সাথে কথোপকথন-কালে বলেন যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায়ের মতো বুনিয়াদি ইসলামী আচার-আচরণের গুরুত্ব তাদের অবশ্যই তরুণদের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে।



হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“তরুণ-যুবকদেরকে নামাযের গুরুত্ব বুঝাতে দিন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায— সালাত— প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীস ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর লেখনী থেকে এবং অবশ্যই খোদামের উদ্দেশে খলীফাগণের প্রদত্ত নির্দেশনাবলীর থেকে চয়নকৃত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তাদেরকে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করান। প্রত্যেক তরুণ-যুবকেরই স্বয়ং নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিত ... এ ক্ষেত্রে, আমেলা সদস্যদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত, যেন অন্যরা তাদেরকে অনুসরণ করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার দৃষ্টান্ত স্থাপন (প্রতিষ্ঠিত) না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আপনার নির্দেশনা অনুসরণ করবে না।”

সভাতে, আহমদী মুসলিম জামা'তের ৭-১৫ বছর বয়সী বালকদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োজিত অঙ্গ-সংগঠন মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার বয়োজ্যেষ্ঠ বালকদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে ব্যাপক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন হুযূর আকদাস।

মোহতামীম আতফালের সাথে কথোপকথন-কালে হুযূর আকদাস আহমদী মুসলমান বালকদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর প্রত্যাশার রূপরেখা প্রদান করেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ বলেন:

“যখন ছেলেরা ১৪ কিংবা ১৫ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন তাদের মধ্যে সাধারণত বিভিন্ন পছন্দের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং প্রায়ই তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অলস হয়ে পড়ে। সুতরাং, এটি আতফালদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় আর বয়স যখন আপনার উচিত তাদেরকে আপনার নিকট ধরে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যতটা সম্ভব সবসময় তাদেরকে ধর্ম এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করতে থাকুন।”

পরবর্তীতে আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আকদাস পুনরায় ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী কিশোরদের নৈতিক প্রশিক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।



হযরত মির্যা মসরুর আহমদ বলেন:

“বড় আতফাল এবং খোদামদেরকে আকৃষ্ট করার মতো কর্মসূচি তৈরি করার চেষ্টা করুন। শুধুমাত্র প্রথাগত কর্মসূচি ও পরিকল্পনার অনুসরণ না করে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করুন যে, কোন ধরনের কর্মসূচি তাদের জন্য উপকারী হবে বলে তারা মনে করে ... তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করুন, এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ কী? যত দূর পর্যন্ত পর্যন্ত তাদের পরামর্শ আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ঐতিহ্য ও ইসলামী শিক্ষার চার দেয়ালের মধ্যে থাকবে, সে পর্যন্ত সেই অনুসারে আপনাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে আপনি আপনার কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণকারী আতফাল ও খোদামদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন।”

হযরত আকদাস এ ছাড়াও সব বয়সের তরুণ-যুবকদের জন্য খেলাধুলা এবং শারীরিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব বর্ণনা করেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি নিশ্চিত করুন যে, শুধু রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বা ঘরে বসে টিভিতে বা অনলাইনে গেম খেলে সময় নষ্ট না করে খোদামদের উচিত আউটডোর গেমগুলোতে (ঘরের বাইরে খেলাধুলায়) অংশ নেওয়া। তাদের ফুটবল, রাগবি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস বা অন্যান্য খেলার মতো ঘরের বাইরের শরীর-চর্চামূলক খেলাধুলায় অংশ নেওয়া উচিত। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, তারা শুধুমাত্র টিভি এবং ভিডিও গেম খেলে সময় নষ্ট করে।”